ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 044 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৪৪ ● কলকাতা ● ০২ ফাল্গুন, ১৪৩২ ● রবিবার ● ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

১৭ তারিখের মধ্যে পাঁচজনের বিরুদ্ধে এফআইআর করতেই হবে! মুখ্যসচিবকে ডেডলাইন কমিশনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটার তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে শুক্রবার বিকেলেই দিল্লি ডেকেছিল নির্বাচন কমিশন । দফতরে হাজির হয়ে একাধিক নির্দেশ অমান্যের ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছিল তাঁকে। নন্দিনী চক্রবর্তী শুক্রবারই দিল্লি গেছিলেন এবং তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।প্রসঙ্গত, এর আগে নবান্নকে দেওয়া চিঠিতে কমিশন স্পষ্ট বলেছিল, দু'জন ইআরও , দু'জন এআরও এবং এক জন ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এক এআরও ও বিডিও-র বিরুদ্ধে অননুমোদিতভাবে অতিরিক্ত এআরও নিয়োগের অভিযোগ

এরপর ৬ পাতায়

পর্ব 203

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

সেইজন্যই আত্মা এই শরীরের আবরণে মুড়ে আছে, এইকথা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে।

একদিন গুরুদেব আমাকে বাইরে, পূর্বদিকে নিয়ে গেলেন। ঐদিকে ঐ বড় জলপ্রপাত ছিল। ঐ প্রধান জলপ্রপাতের আশেপাশে অনেক ছোট ছোট জলপ্রপাত ছিল।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

লক্ষ্মীর ভান্ডার-যুবসাথীর মতো একাধিক প্রকল্পের ক্যাম্প বসছে রবিবার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যুবসাথী' প্রকল্পে রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে ক্যাম্প। তার আগে জরুরি বৈঠকে মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। ছুটির দিনে সব ডিএমদের নিয়ে বৈঠক করেছেন নন্দিনী। ১ এপ্রিল থেকে চালু হবে 'যুবসাথী'। তারই বাস্তবায়ণ নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠকে আলোচনা রয়েছে। মূলত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণায় 'স্বনির্ভর বাংলা' ক্যাম্প নিয়ে মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর সঙ্গে জেলাশাসকদের বৈঠক করেছেন। সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি হল: যুব কল্যাণ দফতর কৃষি দফতর বিদ্যুৎ দফতর নারী ও শিশু কল্যাণ দফতর কারা আবেদন করতে পারবেন? যুব সাথী প্রকল্পের আবেদনকারী লক্ষ্মীর ভান্ডারের উপভোক্তা ভূমিহীন ক্ষেত মজদুর কৃষকরা প্রয়োজনীয় নথিপত্র আবেদন করতে সঙ্গে আনতে হবে- আধার কার্ড জাতিগত শংসাপত্র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পাস বইয়ের প্রথম পাতার জেরক্স মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডের জেরক্স ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি প্রশাসনিক নির্দেশ আবেদনপত্র গ্রহণ করে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে তথ্য আপলোড করতে হবে। নথিপত্র সঠিকভাবে যাচাই করার পরেই গ্রহণ করতে হবে। সকল আধিকারিককে সকাল ১০টার আগেই উপস্থিত থাকতে হবে। নিরাপত্তার প্রয়োজন হলে স্থানীয় থানার সাহায্য নিতে বলা হয়েছে। অতিরিক্ত ঘোষণা ১ এপ্রিল থেকে যুব সাথী, ভূমিহীন ক্ষেত মজদুর ও কৃষকদের জন্য সেচের জলের নির্ধারিত জলকর সম্পূর্ণ মকুব করার ঘোষণা আগেই করা হয়েছে।

যুব সাথী', ভূমিহীন ক্ষেত মজদুর, অন্যান্য কৃষক ও লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্পের উপভোক্তাদের জন্য এই ক্যাম্প। ক্যাম্পের সময় সূচি তারিখ: ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্থান: রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্র সময়: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ছুটির দিনে ক্যাম্প বন্ধ থাকবে কোথায় কোথায় ক্যাম্প করা হবে? বিডিও অফিস, মিউনিসিপ্যালিটি অফিস ছাড়া যে সব জায়গায় ফুট ফল বেশি সেখানে এই ক্যাম্পগুলি করা হবে। ক্যাম্পের ধরন কেমন হবে? 'দুয়ারে সরকার' আদলে ক্যাম্প আয়োজন করা হবে। প্রতিটি ক্যাম্পে ৪টি দফতরের আধিকারিক উপস্থিত থাকবেন।

ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজও হাসপাতালে সদ্যোজাতের মৃত্যু নিয়ে উঠছে প্রশ্ন, অভিযোগে তদন্ত শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম

সরকারি হাসপাতালের প্রসূতি পরিষেবা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠল ঝাড়গ্রামে। সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জেলাজুড়ে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি দেবশ্রী দে নামে এক গৃহবধূ শুক্রবার কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। পরিবারের দাবি, প্রসবের পর শিশুটিকে সুস্থ অবস্থায় দেখানো হয় এবং কেঁদেছিল বলেও তাঁরা জানান। তবে কিছুক্ষণ পর অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকেরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় দেবশ্রীর পরিবার ঝাড়গ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। হাসপাতাল সুপার অনুরূপ পাখিরা জানান, অভিযোগের প্রেক্ষিতে শিশুটির ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি পাঁচ সদস্যের একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে। রিপোর্ট হাতে এলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। এদিকে একই রাতে ঝাড়খণ্ডের চাকুলিয়া এলাকার এক অন্তঃসত্ত্বাকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকেরা জানান, গর্ভস্থ অবস্থাতেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। যদিও ওই পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি, তবু প্রসব সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে স্থানীয় মহলে।

কয়লা পাচার কাণ্ডে ED-র জোর তৎপরতা, বাজেয়াপ্ত ১০০ কোটির সম্পত্তি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি ফের সক্রিয় হয়েছে ভোটমুখী বাংলায় কয়লা পাচার মামলার নতুন এপিসোডে। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, এই মামলায় আরও ১০০.৪৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্তির কাজ ২০০২ সালের মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের আওতায় সম্পন্ন হয়েছে।উল্লেখযোগ্য, ২০২০ সালে এই কয়লা পাচার মামলার তদন্ত শুরু করে সিবিআই । রেলের সাইডিং এলাকা থেকে কয়লা চুরির ঘটনা সামনে আসার পর আয়কর দফতর, পরে সিবিআই এ বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে। এবার বিধানসভা ভোটের আগে ইডি

এই মামলায় নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে, যা আবারও রাজ্য রাজনীতিতে আলোড়ন তুলেছে।মূল অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালা এবং তার সিন্ডিকেটের এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর কয়লা পাচার মামলায় মোট বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকায়। তদন্তে উঠে এসেছে, লালার নেতৃত্বে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অবৈধ খনন এবং কয়লা চুরি চলত। স্থানীয় প্রভাবশালীদের সহযোগিতায় অবৈধভাবে কয়লা তোলা হতো এবং তা রাজ্যের বিভিন্ন কারখানায় সরবরাহ করা হতো। এছাড়া, অনুপ মাঝি 'লালা প্যাড' নামে একটি অবৈধ

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

১৭ তারিখের মধ্যে পাঁচজনের বিরুদ্ধে এফআইআর করতেই হবে! মুখ্যসচিবকে ডেডলাইন কমিশনের

থাকা সত্ত্বেও তাঁকে এখনও সাসপেন্ড করা হয়নি। তিনজন ইলেক্টোরাল রোল অবজারভারের বদলির সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়নি, যা কমিশনের নির্দেশের পরিপন্থী। কমিশনের নির্ধারিত নিয়ম না মেনে এসডিও/এসডিএম স্তরের আধিকারিকদের ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। একইভাবে, রিটার্নিং অফিসার নিয়োগেও নির্দেশিকা মানা হয়নি বলে অভিযোগ।গত অগস্টে 'ভূতুড়ে' ভোটারের নাম তালিকাভুক্তি নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পূর্ব এবং পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার দুই 'নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক' ও দুই সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক -কে সাসপেন্ড করা এবং সংশ্লিষ্ট থানায় এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। তা অমান্য করার প্রেক্ষিতে এবার ডেডলাইন দেওয়া হয়েছে। কমিশন স্পষ্ট বলেছে, আগামী ১৭ তারিখের মধ্যেই তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করতেই হবে রাজ্যকে। পাশাপাশি এতদিনে কমিশনের যে যে নির্দেশ কার্যকর হয়নি সেগুলিও পালন করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

রাজ্যের ভোটার তালিকায় অবৈধ ভাবে নাম তোলা-সহ একাধিক অনিয়মের অভিযোগে চার আধিকারিক এবং এক কর্মীর বিরুদ্ধে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা ডিইও-কে এফআইআর করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন । সেই প্রেক্ষিতে এর আগে নবান্ন কমিশনকে রিপোর্ট পাঠিয়ে বলেছিল, আপাতত তারা চারজন অফিসারকে সাসপেন্ড করছে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করা হবে। এফআইআর যদি করতেই হয় তার জন্য আরেকটু সময় দেওয়া হোক। কিন্তু কয়েকমাস কেটে গেলেও নবান্ন এফআইআর করেনি। এবার সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ডেডলাইন বেঁধে দিল কমিশন।

(২ পাতার পর)

কয়লা পাচার কাণ্ডে ED-র জোর তৎপরতা, বাজেয়াপ্ত ১০০ কোটির সম্পত্তি

ট্রান্সপোর্ট চালান চালু করেছিলেন, যা এই সিন্ডিকেটের কাণ্ডকে আরও সংগঠিত করেছিল। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, পাচারের টাকা দুটি বেনামী সংস্থার জমি ও মিউচুয়াল ফান্ডে স্থানান্তরিত হয়েছিল। সামান্য চালান ব্যবহার করেও কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি গড়ে তোলা হয়েছিল। তবে, এখন পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি মোট চুরি-দুর্নীতির মাত্রা প্রকাশের তুলনায় সামান্য; তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে, মোট দুর্নীতির পরিমাণ প্রায় ২৭৪২ কোটি টাকা হতে পারে।

উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন IPS বাংলার বিশেষ পর্যবেক্ষক, SIR পর্বের শেষ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত কমিশনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ের কাজ ও ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিজেপি শাসিত রাজ্য উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন আইপিএস এন কে মিশ্রাকে। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজন অনুযায়ী দফায়, দফায় সমস্ত কাজ খতিয়ে দেখতে হবে।অন্যদিকে, আগামী ৫ বছর এসআইআরের নথি সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ

কুমার। তালিকায় কোনও ভুল থাকলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে যাতে ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তাই এই নির্দেশ বলে খবর কমিশন সূত্রে। ইচ্ছাকৃত ভুল করলে

এরপর ৪ পাতায়

প্রধানমন্ত্রী নৌদিবসে ভারতীয় নৌবাহিনীর জওয়ানদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন

নতুন দিল্লি, ৪ ডিসেম্বর ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নৌদিবস উপলক্ষে ভারতীয় নৌবাহিনীর জওয়ানদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শ্রী মোদী জানিয়েছেন, আমাদের নৌবাহিনী ব্যতিক্রমী শৌর্য এবং নিষ্ঠার প্রতিরূপ। তারা আমাদের উপকূল রক্ষা করে এবং আমাদের সামুদ্রিক স্বার্থ বজায় রাখে। শ্রী মোদী বলেছেন, "আমি এবছরের দেওয়ালি কখনও ভুলবো না। ওই দিন আমি আইএনএস বিক্রান্তে কাটিয়েছি নৌসেনাদের সঙ্গে। আগামীদিনের জন্য ভারতীয় নৌবাহিনীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।"

প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ পোস্ট করেছেন :

"নৌদিবসের শুভেচ্ছা ভারতীয় নৌবাহিনীর সকল জওয়ানকে। আমাদের নৌবাহিনী ব্যতিক্রমী সাহস এবং নিষ্ঠার সমার্থক। তারা আমাদের উপকূল রক্ষার পাশাপাশি আমাদের সামুদ্রিক স্বার্থকে রক্ষা করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমাদের নৌবাহিনী নজর দিয়েছে স্বনির্ভরতা এবং আধুনিকীকরণের ওপর। এতে বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের নিরাপত্তার সরঞ্জাম।

আমি এবছরের দেওয়ালি ভুলতে পারবো না। ওই দিনটি আমি কাটিয়েছি নৌবাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে আইএনএস বিক্রান্তের ওপর। আগামীদিনগুলির জন্য ভারতীয় নৌবাহিনীকে জানাই আমার শুভেচ্ছা।"

সম্পাদকীয়

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত বাদ ৬৪ লক্ষ নাম! বাকি ৫০ লক্ষ নথি যাচাই, আরও বাড়বে সংখ্যা

রাজ্যে ভোটার তালিকা থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৬৫ লক্ষ নাম বাদ যেতে চলেছে। যেহেতু এখনও নথি যাচাইয়ের কাজ চলছে, তাই এই সংখ্যা আরও বাড়বে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, শনিবার পর্যন্ত মোট বাদ যাওয়া নামের সংখ্যা ৬৪ লক্ষ ৮১ হাজার ৫৯৫ ।নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০ লক্ষ নথি যাচাই বাকি রয়েছে। ফলে লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সিতে বাদ যাওয়া নামের সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল ।কমিশন সূত্রে খবর, রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে ভোটার তালিকায় মোট ৭ কোটি ৬৬ লক্ষের কিছু বেশি ভোটারের নাম ছিল ।এসআইআর শুরু হওয়ার পর প্রথমে যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় তাতেই ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৫৯৫ জনের নাম বাদ যায়। মৃত, খোঁজ না পাওয়া, ডুপ্লিকেট ভোটারদের নাম খসড়া তালিকাতেই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ভোটার তালিকায় মোট ভোটারের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৭ কোটি ৮ লক্ষ।

শুনানি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর মোট ১ কোটি ৫২ লক্ষ ভোটারকে নোটিস পাঠায় কমিশন। এর মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষকে লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি বা যুক্তিগ্রাহ্য তথ্যবিভ্রাটের কারণে নোটিস পাঠিয়ে শুনানিতে ডাকা হয়। পাশাপাশি আরও ৩২ লক্ষ্য আনম্যাপড ভোটারকেও শুনানিতে ডাকা হয়। কমিশন সূত্রে খবর, এঁদের মধ্যে ৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ভোটার শুনানিতে হাজিরাই দেননি। যাঁরা শুনানিতে হাজির হয়ে নথি জমা দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যেও ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ভোটারের জমা দেওয়া নথিতে সন্তুষ্ট নয় কমিশন। ফলে তাঁদের নামও বাদ যাচ্ছে। ফলে প্রাথমিক খসড়া তালিকায় বাদ যাওয়া ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৫৯৫ জনের সঙ্গে শুনানি পর্বে বাদ যাওয়া এই নামগুলি যোগ হবে। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা দাঁড়াচ্ছে ৬৪ লক্ষ ৮১ হাজার ৫৯৫।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(আঠারোতম পর্ব)

ঠাকুরের ভারধারাকে চারিদিকে প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছেন তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ঠাকুর নিজেও মাকে শরীর ত্যাগের আগে বলেছিলেন: "এ (শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে) আর কি করেছে তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে"। সেই অনেক বেশি কাজ শ্রীমা করেছেন তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত । ঠাকুরের সন্তানরা মাকে ঠাকুর থেকে পৃথকরূপে দেখতেন না। ঠাকুরেরই মাতৃরূপে আর একটি অভিব্যক্তি দেখতেন। শ্রীশ্রীমা নিজেও বলেছেন: "ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন IPS বাংলার বিশেষ পর্যবেক্ষক, SIR পর্বের শেষ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত কমিশনের

কোনওভাবেই জেলাশাসক ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের রেয়াত করা হবে না বলে আরও একবার 'ধমক' দিয়েছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনার। এই 'হুঁশিয়ারি'র পর তৃণমূলের তোপ, জমিদারি শাসন চালাচ্ছে কমিশন। যে আধিকারিকরা এত কম সময়ে এসআইআরের কাজে সাহায্য করছেন, তাঁদের হুমকি দিচ্ছেন জ্ঞানেশ কুমার।শুক্রবার সিইও এবং জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও তাঁর দল। সেখানে জেলাশাসক ও আধিকারিকদের কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়, এসআইআর তালিকায় কোনও ভুল থাকলে দায় নিতে হবে জেলাশাসকদের। তারপরই রাতে নতুন পর্যবেক্ষক নিয়োগের কথা জানায় কমিশন।

উল্লেখ্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন রাজ্যের পর্যবেক্ষক নিয়োগ নিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলেছেন। তিনি সুপ্রিম কোর্টে নিজে সওয়াল করে জানান কমিশনের নিয়োগ করা মাইক্রো অবজারভারা সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। রাজ্যের আধিকারিকদের সিদ্ধান্ত তাঁরা মানছেন না। সুপ্রিম নির্দেশ দেয় এসআইআর প্রক্রিয়ায়, ইআরও বা এইআরওদের না জানিয়ে মাইক্রো অবজারভাররা কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। তারপর এবার সব কাজ খতিয়ে দেখতে বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করল কমিশন।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ইঁহারা সকলেই একমুখা এবং চতুর্ভুজা, দুইটি দক্ষিণ হস্তে ডমরু এবং কর্তৃ ধারণ করেন এবং দুইটি বামহস্তে কপালাঙ্কিত খট্বাঙ্গ এবং কপাল ধারণ করেন" (৭৫)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করছে বিজেপি! উত্তরবঙ্গে নয়া গেরুয়া ছক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গতকাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রধান বিমল গুরুং এবং রোশন গিরি। যদিও বিজেপি সাংসদ ওই বিষয়ে মুখ খোলেননি। আবার নতুন করে গোর্খাল্যান্ড ইস্যু উসকে দিয়ে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনসমর্থন পেতে চাইছে বিজেপি।এছাড়া বিমল গুরুং এই বৈঠকে ১১টি জনজাতিকে ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করার কথা তুলে ধরেন। আরও মনে রাখতে হবে, উত্তরবঙ্গে বিজেপির সংগঠন শক্তিশালী করার পিছনে রাজবংশী বা কামতাপুরী সম্প্রদায়ের স্থানীয় মানুষের অবদান রয়েছে। এইসব করে আসলে বিজেপি বাংলা ভাগ করতে চাইছে। এই বিষয় নিয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় পার্টিতেই আলোচনা হয়েছে। তাই এমন পদক্ষেপের পথে হাঁটতে পারে দল বলে সূত্রের খবর। এই গোটা বিষয়টি জানতে পেরে অনীত থাপার দল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের নামে সশস্ত্র আন্দোলনের পর পাহাড়ে বিমল গুরুং এবং তাঁর দল অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। গত পঞ্চায়েত এবং পুরসভা নির্বাচনে মোর্চা খাপ খুলতে পারেনি। এবারও পারবে না।'একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গেও যোগাযোগ বৃদ্ধি করে নয়া ছক কষছে বিজেপি। তাই দলের উত্তরবঙ্গের সাংসদরা পেতে চলেছেন বিশেষ নির্দেশ বলে সূত্রের খবর। এভাবেই ভোট বৈতরণী পার করতে চাইছে গেরুয়া শিবির।

এদিকে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে বিজেপির সমঝোতা প্রায় পাকা হয়েছে অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে। পাহাড়ের তিন আসনের মধ্যে কালিম্পংয়ের আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইছেন খোদ বিমল গুরুং। অমিত শাহের সঙ্গে ওই বৈঠকে নির্দিষ্ট করে গোর্খাল্যান্ড নিয়ে কথা হয়। পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের আর্জি অমিত শাহকে জানান গোর্খা নেতারা। তারপর ওই বৈঠকের পর গোর্খা নেতারা অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে দেখা করেছেন। সেখানেও নানা বিষয়ে কথা হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলি নিয়ে বিজেপি সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে আলোচনা করেন বলে সূত্রের খবর।

অন্যদিকে এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে বিজেপির যোগাযোগ রক্ষা করে চলার চেষ্টাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এই সংগঠনগুলির মধ্যে অন্যতম গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন এবং কামতাপুর পিপলস পার্টি। এই ঘটনা জানাজানি হতেই প্রশ্ন উঠছে, বাংলা ভাগের মতো ইস্যুকে কি তাহলে হাতিয়ার করছে পদ্ম শিবির? মনে রাখা দরকার, বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ হওয়ার পর একাধিকবার পৃথক কোচবিহার রাজ্যের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন অনন্ত মহারাজ। সেখানে এদিনের বৈঠকে বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে পাহাড়ে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সমর্থন নিয়ে আলোচনা হয়েছে অমিত শাহের সঙ্গে বলে সূত্রের খবর।

মুকেশকে ফের বদলি করল নবান্ন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

৩০ জানুয়ারি রাজ্য এবং কলকাতা পুলিশে বড়সড় রদবদল করে নবান্ন। সেই তালিকায় ছিলেন মুকেশও। তাঁকে বিধাননগরের তৎকালীন কমিশনারের পদ থেকে সরিয়ে পাঠানো হয় মুর্শিদাবাদ-জঙ্গিপুর রেঞ্জে আইজি পদে। সেই ঘটনার প্রায় দেড় মাস পর গত ৩০ জানুয়ারি রাজ্য পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশ পদে বড় রদবদল করে নবান্ন। সেই তালিকায় ছিলেন মুকেশও। তাঁকে বিধাননগর তৎকালীন সিপি-র পদ থেকে সরিয়ে পাঠানো হয় মুর্শিদাবাদ-জঙ্গিপুর রেঞ্জে। গত কয়েক দিন

এরপর ৬ পাতায়

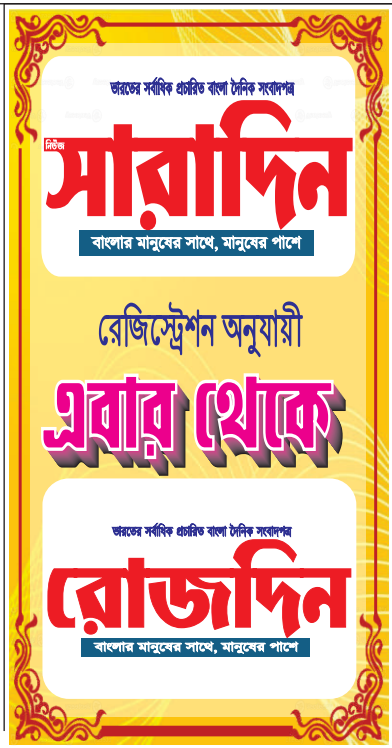

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

হুমায়ুন পেতে পারেন বিদেশ দফতর, তারেকের মন্ত্রিসভায় আর কারা?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রবীণ-নবীনের মিশেলে তৈরি হবে বাংলাদেশের ত্রয়োদশ মন্ত্রীসভা। মাথায় বসবেন সেদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান। কিন্তু তাঁর মন্ত্রিসভার মুখ হবে কারা? কাদের দেখা যাবে তারেক রহমানের পাশে? ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই এই নিয়ে জল্পনা কম নয়। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম সময় টিভি-র একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, দলের সম্ভাব্য নীতিনির্ধারণী ফোরামের স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা ফখরুল আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, সালাহউদ্দিন আহমেদ, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেনের হাতে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক তুলে দেওয়ার কথা ভাবছে বিএনপি।২০৯টি আসন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে তাঁরা। শরিকদের মিলিয়ে মোট আসনের সংখ্যা ২১২। কিন্তু ২০২৪ সালের গণআন্দোলনের জেরে যেহেতু বর্তমানে বাংলাদেশের সংসদের কোনও অস্তিত্ব নেই। সেহেতু স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের হাতেই হবে তারেকের শপথবাক্য পাঠ। প্রাথমিকভাবে ঠিক ছিল, শনিবার শপথ নেবেন তিনি। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী, গেজেট প্রকাশের পর তিন দিন অপেক্ষা করতে হবে শপথগ্রহণের জন্য। সেক্ষেত্রে আগামী সোমবার অথবা মঙ্গলবার হতে পারে তারেক রহমানের শপথবাক্য পাঠ।২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত সরকারে থাকা অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল আলতাফ হোসেন চৌধুরী, বরকতউল্লাহ বুলু, আনম এহসানুল হক মিলনকেও দেখা যেতে পারে মন্ত্রিসভায়। দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইতিমধ্যে মন্ত্রিসভার সদস্যদের চূড়ান্ত করে ফেলেছে বিএনপি শীর্ষ নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, তাতে জায়গা পেয়েছে অভিজ্ঞ থেকে তরুণরাও। নির্বাচিতদের পাশাপাশি দেখা যাবে টেকনোক্রেট কোটায় (কোনও বিষয়ে যাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর, কিন্তু নির্বাচিত নন) যুক্ত হওয়া ব্যক্তিদেরও।

এছাড়াও, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল আলমগীরকে। স্পিকার হিসাবে থাকতে পারেন চিকিৎসক আব্দুল মঈন খান। বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হিসাবে থাকতে পারেন হুমায়ুন কবীর। টেকনোক্র্যাট কোটাতেই নিযুক্ত হতে পারে তিনি। উল্লেখ্য, ২৫ বছর আবার ক্ষমতায় ফিরল জিয়াউর রহমান-খালেদা জিয়া দল।

মুকেশকে ফের বদলি করল নবান্ন

সেখানকার আইজি পদে ছিলেন তিনি। তবে আবার তাঁকে বদলি করা হল। নবান্ন সূত্রে খবর, এটা রুটিন বদলি।যুবভারতীতে বিশৃঙ্খলার সময় বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার (সিপি) ছিলেন তিনি। ঘটনার পর পরই তাঁকে শো কজ় করেছিলেন রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। দিন কয়েক আগেই বিধাননগর থেকে তাঁকে সরিয়ে মুর্শিদাবাদ-জঙ্গিপুর রেঞ্জের আইজি করা হয়। আবার সেই মুকেশকে বদলি করল নবান্ন। মুর্শিদাবাদ-জঙ্গিপুর রেঞ্জের আইজি পদ থেকে সরিয়ে তাঁকে রাজ্যের আইবির আইজি করা হল।

শুধু একা মুকেশ নয়, রাজ্য পুলিশের আরও কিছু উচ্চস্তরে বদল করার কথা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল নবান্ন। এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) পদে বদল করা হয়েছে। ওই পদে দায়িত্ব দেওয়া হল রাজীব মিশ্রকে। এত দিন তিনি সামলাচ্ছিলেন এডিজি (আধুনিকরণ এবং সমন্বয়) পদ। এ ছাড়াও, লক্ষ্মীনারায়ণ মিনাকে পশ্চিমবঙ্গের কারা বিভাগের এডিজি পদ থেকে সরিয়ে সিআইডির এডিজি করা হয়েছে।

নদিয়া-রানাঘাট রেঞ্জের ডিআইজি সঈদ ওয়াকুর রাজ়াকে মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডিআইজি করার কথা জানিয়েছে নবান্ন। আগে তিনি এই পদেই ছিলেন। পাশাপাশি, কৃষ্ণনগর এবং জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার বদল করা হল। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার এসপি অমরনাথ কে-কে জলপাইগুড়িতে পাঠানো হয়েছে। আর জলপাইগুড়ির এসপি ওয়াই রঘুবংশীকে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

অনেকের মতে, এই রদবদলের মধ্যে অন্যতম নাম মুকেশ। গত ১৩ ডিসেম্বর যুবভারতীতে এসেছিলেন ফুটবল তারকা লিয়োনেল মেসি। কিন্তু সে দিন যুবভারতীতে উপস্থিত থাকা দর্শকেরা মেসিকে দেখতে না-পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। গ্যালারি থেকে ভাঙা চেয়ার, জলের বোতল ছোড়া হয় মাঠে। গ্যালারির রেলিং টপকে হাজার হাজার মানুষ মাঠে ঢুকে পড়েছিলেন। সকলের অভিযোগ ছিল, অনেক টাকা খরচ করে টিকিট কেটে এসেও মেসিকে তাঁরা গ্যালারি থেকে দেখতে পাননি। সেই রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে মাঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠিচার্জ করতে হয় পুলিশকে। ঘটনার পর পরই যুবভারতীর ওই অনুষ্ঠানের পরিচালনায় বিধাননগর পুলিশের কী ভূমিকা ছিল, তা জানতে চেয়ে মুকেশকে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠান রাজ্যের মুখ্যসচিব।

সিনেমার খবর

তিক্ততার মাঝেই মুখোমুখি শাহরুখ-হৃতিক, সেদিন কী ঘটেছিল?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা হৃতিক রোশনের 'কহো না পেয়ার হ্যায়' সিনেমার মাধ্যমে অভিষেক হয়। ২০০০ সালে এ সিনেমাটি মুক্তি পায়। নায়ক হিসাবে এক তরুণ অভিনেতাকে পায় বলি ইন্ডাস্ট্রি। রাতারাতি 'তারকা' হয়ে ওঠেন হৃতিক রোশন।

জানা গেছে, সেই সময় নাকি বলিউডের 'কিং' শাহরুখ খানের গদি টলমল হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। অন্তত ভক্ত-অনুরাগীমহলে তেমনই খবর ছড়িয়ে পড়ে। রটে যায়, হৃতিক রোশনের খ্যাতির কারণে বলিবাদশাহ শাহরুখ খান নাকি হিংসে হয়েছে। আর তাতেই গণমাধ্যমে দাবি করা হয়, তাদের সম্পর্ক নাকি তিক্ত হয়েছে। সেই সময়ে হঠাৎই একদিন এক রেস্তোরাঁয় মুখোমুখি হন শাহরুখ খান ও হৃতিক রোশন। তারপর যা ঘটেছিল।

জনপ্রিয় রেস্তোরাঁর মালিক এডি সিং সেই দিনের মুখোমুখি ঘটনার বিষয়ে কথা বলেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, চলতি শতকের গোড়ার দিকে, যখন চারদিকে শাহরুখ-হৃতিকের সম্পর্ক নিয়ে জোর আলোচনা চলছে, ঠিক তখনই একদিন তার রেস্তোরাঁয় দুজনের আগমন ঘটে।

এডি সিং বলেন, প্রথম সিনেমার পরেই হৃতিক রোশন খ্যাতির শীর্ষে উঠেন। বলিপাড়ায় গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে— এতদিনের 'কিং' শাহরুখের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে হাজির নতুন 'কিং'। তাদের নাকি এমনই খারাপ সম্পর্ক যে সামনাসামনি দেখা হলে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে— এমন কথাই রটত। ঠিক সেই সময়ে, একদিন আমার রেস্তোরাঁয় শাহরুখ খাচ্ছিলেন। এমন সময় দরজা ঠেলে ঢোকেন হৃতিক রোশন। চারদিকে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। সবাই আতঙ্কে, এবার না কোনো অঘটন ঘটে।

সত্যিই কি তেমন কিছু হয়েছিল? এমন প্রশ্নের উত্তরে রেস্তোরাঁ মালিক বলেন, এরপর একটি মিষ্টি মুহূর্ত তৈরি হয়। গোটা রেস্তোরাঁ যখন নিস্তব্ধ, ঠিক তখনই নাকি হৃতিক রোশনকে ঢুকতে দেখে শাহরুখ খান উঠে গিয়ে জড়িয়ে ধরেন তাকে। এরপর খানিক সৌজন্য বিনিময় হয় তাদের। হৃতিকের সাফল্যের জন্য তাকে শুভেচ্ছা জানান ইন্ডাস্ট্রির বাদশাহ। হাসিমুখে আলাপ সারেন হৃতিক রোশনও। সেদিন সবাই জানতে পারেন, তাদের মধ্যে বিরোধ কেবলই রটনা।

মিমির পাশে দাঁড়ালেন শুভশ্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার বনগাঁয় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে হেনস্তার শিকার হন টালিউড অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। এরপর থেকেই বিষয়টি নিয়ে চলছে বিতর্ক। এ নিয়ে থানায় অভিযোগও জানান তিনি। এরই প্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) মিমি চক্রবর্তীকে হেনস্থার অপরাধে তনয় শাস্ত্রী নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়। এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন আরেক অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়।

মিমিকে অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে কলকাতার এই লেডি সুপারস্টার সম্প্রতি এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে গিয়ে বলেন, 'বিগত কিছু সময় ধরে একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করছি, সেলিব্রেটিরা বিশেষ করে মহিলা সেলিব্রিটিরা খুব বেশি সফট টার্গেট হয়ে যাচ্ছে মানুষের কাছে। এই কথাটা কি আমরা মেনে নিচ্ছি? খুব বেশি অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি এই কথাটার সঙ্গে?'

শুভশ্রী বলেন, 'কিছুদিন ধরে লগ্নজিতা, মিমি বা মৌনির সঙ্গে যা ঘটছে তা মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের সকলের উচিত একসঙ্গে প্রতিবাদ করা। আমাদের সকলকে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা এক একজন শিল্পী, আমরা সবাই সম্মানের জন্য কাজ করি। অবশ্যই আমরা পারিশ্রমিক পাই কিন্তু পারিশ্রমিক যারা দেন তারা কিন্তু আমাদের মাথা কিনে নেননি।'

এরপরই সামাজিক মাধ্যমে কটাক্ষ ও ট্রলিং নিয়ে মুখ খোলেন শুভশ্রী। তিনি বলেন, যারা সামাজিক মাধ্যমে কমেন্ট করেন, তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলতে চাই যে এই সমাজ আপনাদেরও। এই সমাজকে সুস্থ রাখার দায়িত্ব শুধু আমাদের একার নয়, এই দায় আপনাদেরও তাই যা করবেন একটু ভেবেচিন্তে করবেন।

প্রসঙ্গত, কেবল মিমিই নন, কিছুদিন আগে গান গাইতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হতে হয় লগ্নজিতাকে। তিনিও থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। এছাড়া সম্প্রতি মৌনি রায়কেও মঞ্চে অশালীন আচরণের শিকার হতে হয়েছে।

শিশুসন্তানদের মানুষ করার পাঠ দিলেন রানি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একটা কথায় আছে— 'চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম' তা শুধু চ্যারিটি কেন? এমন আরও অনেক শিক্ষাই শুরু হয় বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে থেকে। শিশুরা যে পরিবেশে বড় হয়, তার বেশিরভাগই প্রতিফলিত হয় তার চরিত্রের মধ্যে। তাই মা-বাবার এ বিষয়ে একটু বেশি সতর্ক থাকা উচিত বলে মনে করেন বলিউড অভিনেত্রী রানি মুখার্জি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমন কথাই বলেছেন তিনি।

অভিনেত্রী বলেন, অভিভাবকদের পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যবহার, কথা বলার ধরন ও দৃষ্টিভঙ্গি— সবটাই শিশুমনে গেঁথে যায়। বড় হয়ে ওই ছেলেটির ব্যবহার মেয়েদের প্রতি কেমন হবে, তা অনেকটাই নির্ভর করে বাড়ির পরিবেশ এবং মা-বাবার সম্পর্কের ওপর।

তিনি বলেন, শ্রদ্ধাশীল থাকাটাও বাড়ি থেকেই শুরু হওয়া উচিত। শিশুপুত্ররা যদি এটা দেখে বড় হয় যে, বাড়িতে তার মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়, তাহলে অজান্তেই তার মধ্যে এ শিক্ষা প্রোথিত হয়ে যায়। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে বাবার অনেক বেশি সচেতন থাকা উচিত। কারণ তাকে দেখেই শিশুপুত্ররা বড় হচ্ছে। সমাজে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের এ শিক্ষা বাড়ি থেকেই শুরু হওয়া উচিত বলে মনে করেন রানি মুখার্জি। অভিনেত্রী বলেন, জন্মের পর থেকে মা-বাবার সঙ্গে বেশিরভাগ সময় কাটায় শিশুরা। কিন্তু তাদের মধ্যে যদি কোনোভাবে খারাপ মানসিকতা প্রকাশ পায়, সে ক্ষেত্রে শিশুরা ওটাই দ্রুত অ্যাডাপ্ট করে ফেলে। মায়ের ওপর চিৎকার, চেঁচামেচি করাও উচিত নয়। যদি তেমনটি হয়, তা হলে মায়েরও উচিত বাবার অন্যায়ের প্রতিবাদ করা বলে জানান রানি মুখার্জি।

এ বিষয়ে মনোবিদরা বলছেন, একে অন্যের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠাই এ সমস্যার একমাত্র সমাধান নয়। উল্টো একে অপরের প্রতি কেমন ব্যবহার করছি, সেই সম্পর্কে সচেতন হওয়া বেশি জরুরি। শুধু বাবা নয়, বাবার বাড়ির প্রতিটি সদস্য মায়ের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছেন, তা দেখে শিশুরা বড় হচ্ছে। মনে মনে ভেবে নিতে পারে সেও মায়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারে। শুধু মা কেন, সব নারীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা উচিত। তাই আগামী প্রজন্মকে সমাজ শিক্ষার পাঠ দেওয়ার ভিত মা-বাবাকেই তৈরি করে দিতে হবে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

ব্যান্টনের ব্যাটে ইংল্যান্ডের স্বস্তির জয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ১৫৩ রানের লক্ষ্য ছিল ইংল্যান্ডের সামনে। শুরুর ধাক্কা সামলেও শেষ পর্যন্ত টম ব্যান্টনের দায়িত্বশীল ইনিংসে ৫ উইকেট হাতে রেখে জয় তুলে নিয়েছে ইংলিশরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ৩০ রানের পরাজয়ের পর হ্যারি ব্রুকের দল এ ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ালো। অন্যদিকে টুর্নামেন্টে এটি স্কটল্যান্ডের টানা দ্বিতীয় হার।

শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। আগে ব্যাট করে স্কটল্যান্ড ১৯.৪ ওভারে অলআউট হয়ে তোলে ১৫২ রান।

রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি ইংল্যান্ডের। প্রথম ওভারের তৃতীয় বলেই ২ রান করে ফেরেন ফিল সল্ট। পরের ওভারে ৩ রান করে আউট হন জস বাটলার। মাত্র ১৩ রানে দুই ওপেনারকে হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ইংল্যান্ড।

এ সময় দলকে টেনে তোলেন জ্যাকব বেথেল ও টম ব্যান্টন। তৃতীয় উইকেটে তাদের ৬৬ রানের জুটি ইংল্যান্ডকে ম্যাচে ফেরায়। বেথেল ৩২ রান করে আউট হলে ভাঙে এই জুটি। এরপর অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক মাত্র ৪ রান করে বিদায় নিলে ৮৬ রানে চতুর্থ উইকেট হারিয়ে আবারও কিছুটা চাপে পড়ে ইংলিশরা।

তবে এক প্রান্ত আগলে রাখেন ব্যান্টন। পঞ্চম উইকেটে স্যাম কারানের সঙ্গে ৪৬ রানের গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়েন তিনি। কারান ২৮ রান করে ফিরলেও ব্যান্টন ছিলেন অবিচল। শেষ পর্যন্ত ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৪১ বলে অপরাজিত ৬৩ রান করে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন তিনি। উইল জ্যাকস ১৬ রান করে অপরাজিত ছিলেন।

স্কটল্যান্ডের হয়ে মার্ক ওয়াট ছাড়া প্রত্যেক বোলার একটি করে উইকেট নেন।

এর আগে স্কটল্যান্ডের হয়ে অধিনায়ক রিচি বেরিংটন সর্বোচ্চ ৪৯ রান করেন ৫ চার ও ২ ছক্কায়। মাইকেল জোন্স ২০ বলে ৩৩, টম ব্রুস ২৪ এবং অলিভার ডেভিডসন অপরাজিত ২০ রান যোগ করেন। ৪২ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর বেরিংটন ও ব্রুসের ৭১ রানের জুটি দলকে লড়াইয়ের পুঁজি এনে দেয়।

ইংল্যান্ডের হয়ে আদিল রশিদ ৩ উইকেট নেন। জোফরা আর্চার ও লিয়াম ডসন দুটি করে এবং ওভারটন ও স্যাম কারান একটি করে উইকেট শিকার করেন।

আল হিলালে গেলেন বেনজেমা, প্রতিবাদে ম্যাচ বয়কট করলেন রোনালদো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সাবেক দুই সতীর্থ ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো আর কারিম বেনজেমা সৌদি প্রো লিগে খেলছিলেন দুটি আলাদা দলে। তবে সবশেষ দলবদলে বেনজেমা দল বদলেছেন, সেটাই রীতিমতো আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে সৌদি প্রো লিগে। বেনজেমার দলবদলে ক্ষুব্ধ হয়ে আল নাসরের ম্যাচই বয়কট করেছেন রোনালদো।

আল নাসর গতকাল আল রিয়াদের বিপক্ষে খেলেছে। সাদিও মানের গোলে জিতেও গেছে। সেই ম্যাচে রোনালদো খেলেননি, ফুল ফিট থাকা সত্ত্বেও।

কারণ হচ্ছে, রোনালদো বৈষম্যের অভিযোগ তুলেছেন লিগ কর্তৃপক্ষের ওপর। তিনি মনে করেন, আল হিলালকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ২০২৩ সাল থেকে আল হিলাল খরচ করেছে ৬২৪ মিলিয়ন ইউরো। একই সময়ে আল নাসর খরচ করেছে ৪০৯ মিলিয়ন ইউরো।

এই ২১৫ মিলিয়ন ইউরোর ব্যবধান রোনালদোকে ক্ষুব্ধ করেছে। ক্লাব শক্তিশালী হচ্ছে না বলে তার ধৈর্য শেষ হয়ে গেছে। আল নাসরের বোর্ডের নিষ্ক্রিয়তাও ক্ষোভ বাড়িয়েছে। রোনালদো তাই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন ক্লাবের ওপর। গতকালকের ম্যাচটাও খেলেননি।

অন্যদিকে বেনজেমার পরিস্থিতি আরও তিক্ত। তিনি আল ইত্তিহাদের সঙ্গে অনুশীলন ও ম্যাচ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ক্লাবটির নতুন চুক্তির প্রস্তাব তাকে আহত করেছে। আগে ক্লাবটি থেকে তিনি প্রতি বছর ১৫ কোটি ডলার পেতেন, নতুন চুক্তি অনুসারে তাকে কার্যত 'ফ্রি'তে খেলার কথা বলা হয়েছিল, জানায় ইএসপিএন। ফলে তিনি ক্লাব বদলানোর সিদ্ধান্ত নেন। আল হিলাল অবশেষে তাকে গত রাতে দলে টানে।

রানের পাহাড় গড়ে ওমানকে হারাল আয়ারল্যান্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোনো দল কখনো তিনশ করতে পারেনি। সেই গেরো কাটবে, এই আশা নিয়ে চলতি আসর শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো দল সেটা না পারলেও যৌথ সর্বোচ্চ পঞ্চমবার দুইশর বেশি রান হয়ে গেল। আয়ারল্যান্ড এই বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ ২৩৫ রান করে ওমানকে হারাল ৯৬ রানে।

আগে ব্যাট করে লরকান টাকারের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে আয়ারল্যান্ড বিশ্বকাপ ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান করে ৫ উইকেট হারিয়ে। তারপর জশ লিটলের চমৎকার বোলিংয়ে ১৮ ওভারে ১৩৯ রানে গুটিয়ে দেয় ওমানকে।

পাওয়ার প্লেতে আয়ারল্যান্ড ৩ উইকেট হারিয়ে ৪৭ রান করে। ৬৪ রানে চার উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়েছিল তারা। টাকারের সঙ্গে গ্যারেথ ডিলানি যোগ দিতেই বদলে যায় ম্যাচের দৃশ্যপট। ডেথ ওভারেই দলটি ৯৩ রান তোলে, যা তৃতীয় সর্বোচ্চ।

শেষদিকে জর্জ ডকরেল আগ্রাসী ছিলেন। তার সঙ্গে টাকারের জুটি ছিল ১৯ বলে ৭০ রানের। এই জুটির রান রেট ২২.১০, যা বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ। অধিনায়ক টাকার ৬ রানের জন্য সেঞ্চুরি করতে পারেননি। ৯৪ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি, যা অধিনায়ক হিসেবে বিশ্বকাপে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান।

আয়ারল্যান্ড নিজেদের বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ ও টুর্নামেন্টের তৃতীয় সর্বোচ্চ রানে জিতল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR